*বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম*

# হে মুসলিমগণ! মার্কিন-ভারতের নির্দেশে বিশ্বাসঘাতক হাসিনা কর্তৃক দেশের নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদেরকে অব্যাহত গুপ্ত অপহরণ, গ্রেফতার এবং বরখাস্তের প্রতিবাদ করুন

## হে সেনাঅফিসারগণ! আপনাদের ভাইদের হত্যাকারী হাসিনাকে অপসারণ করুন এবং আপনাদের ও এদেশের মুসলিমদেরকে মার্কিন-ভারতের নিয়ন্ত্রণ থেকে রক্ষা করতে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুন

প্রিয় মুসলিমগণ, হিযবুত তাহ্‌রীর, জাতির সামনে এই লিফলেটটি উপস্থাপন করছে, আমাদের মুসলিম সেনাবাহিনীর উপর আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সবাইকে অবগত করার লক্ষ্যে। বিগত কয়েক সপ্তাহ এবং মাসজুড়ে কাফির-মুশরিক শত্রুরাষ্ট্র, মার্কিন ও ভারতের নির্দেশে বিশ্বাসঘাতক হাসিনা দেশের নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারগণ যারা ইসলাম, দেশ ও জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে গুপ্ত অপহরণ, গ্রেফতার এবং বরখাস্ত করেছে। কয়েক ডজন মেধাবী সেনাকর্মকর্তা ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীর ভেতরে সরকারের তথাকথিত শুদ্ধি অভিযানের শিকার হয়েছেন। এ নিয়ে বিভিন্ন রিপোর্ট ইতিমধ্যে প্রিন্ট এবং অনলাইন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, ক্ষমতা গ্রহণের এক মাস অতিক্রম হতে না হতেই, শেখ হাসিনা ও তার ঘনিষ্ঠ সহকারীরা, ২০০৯ সালের ২৫ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারী পিলখানায় সেনাঅফিসারগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করতে ভারতকে সহযোগীতা করেছিল। তারপর যেসব সেনাঅফিসার এই নৃশংস হত্যাকান্ডে সরকার কর্তৃক ভারতকে সহযোগীতার বিষয়ে, সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন হাসিনা তাদেরকেই তৎক্ষনাৎ সেনাবাহিনী হতে বরখাস্ত করেছে।

হাসিনা শুধুমাত্র তাঁর সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের প্রতি অবাধ আনুগত্যের কারণে, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এমন অবস্থান নিয়েছে, যা সত্যিই দেশদ্রোহীতার শামিল। মার্কিনীরা তাদের নিজেদের হীন স্বার্থে ভারতের সাথে সমঝোতা করে হাসিনাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। মার্কিনীরা এই অঞ্চলে (পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ায়) খিলাফতের পুনরুত্থান ঠেকাতে এবং একই সাথে চীনকে নিয়ন্ত্রণ করার নীতি অনুসরণ করছে। আর এ কারণেই সে ভারতের সাথে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী, যাতে করে সে এ অঞ্চলে তার অবস্থান এবং এ অঞ্চলের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের উপর তার নিয়ন্ত্রণ আরও সুদৃঢ় করতে পারে। ফলে এ দুই শত্রুরাষ্ট্র, ভারতের সাথে বহুদিনের অমিমাংসীত সমস্যাগুলোর সমাধান করে ভারতের হাতকে উন্মুক্ত করতে পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশের সরকার, বিরোধী জোট এবং কিছু সেনা নেতৃবৃন্দকে দালাল হিসেবে ব্যবহার করছে। যা ইসলামের পুনরুত্থান ও চীনকে ঠেকাতে মার্কিন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে, ভারতকে আমেরিকার সাথে হাত মেলানোর সুযোগ করে দিবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে সমস্ত বাধা এবং যারা তাদের এই নীল নকশা উন্মোচন করছে কিংবা এর বিরুদ্ধে কথা বলছে তাদেরকেই কঠোর হস্তে দমন করছে। আর এজন্যই আমাদের মেধাবী ও বীর সেনাঅফিসারগণকে পিলখানায় হত্যা করা হয়েছিল এবং সেই বর্বোরোচিত হত্যাকান্ডে হাসিনা সহযোগীতা করেছিল। একই কারণে হাসিনা ***হিযবুত তাহ্‌রীর***'কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং সংগঠনের বিরুদ্ধে বর্বরভাবে দমন-নিপিড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। এবং এখন সে, সেনাবাহিনীতে যেসব অফিসারগণ ইসলাম এবং দেশের স্বার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার পক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন তাদেরকেই নিশ্চিহ্ন করার নীতি বাস্তবায়ন করছে।

**হে মুসলিমগণ!**

মার্কিন, ভারত এবং তাদের একনিষ্ঠ দালাল হাসিনা যদি এ নীল নকশা বাস্তবায়নে সফল হয়, তাহলে আপনাদেরকে কাফির-মুশরিকদের খেয়ালখুশির বশীভূত দাস-জাতিতে পরিণত হতে হবে, যা হবে দুনিয়া ও আখিরাতে আপনাদের জন্য চরম অপমানজনক। এ নিশ্চিত পরিণতির সম্পর্কে আর কিছু বলার নাই। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

*"তারা যদি তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, তাহলে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হবে, এবং তাদের হস্ত ও রসনাসমূহ প্রসারিত করে তোমাদের ক্ষতি সাধন করবে, এবং তাদের আকাংখা, তোমরা যেন কাফিরদের কাতারে শামিল হও।"* **[সূরা আল-মুমতাহিনা : ২]**

***হিযবুত তাহ্‌রীর*** আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে, নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদের নিশ্চিহ্ন করার সরকারের এ ঘৃন্য নীতির বিরুদ্ধে অতিসত্তর একটি চুড়ান্ত এবং শক্ত অবস্থান গ্রহণ করুন। কাফির-মুশরিক জাতিসমূহের খেয়ালখুশির দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হওয়ার এমন আসন্ন হুমকির পরও আপনাদের নীরবতা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। মনে রাখবেন আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে আপনাদেরকে শ্রেষ্ঠ এবং নেতৃত্বশীল উম্মাহ্‌ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

*"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে; তোমরা সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে, এবং আল্লাহ্‌'র উপর বিশ্বাস রাখবে।"* **[সূরা আলি ইমরান : ১১০]**

**হে বাংলাদেশের মুসলিম সেনাবাহিনীর নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারগণ!**

বিডিআর হত্যাকান্ডের মাধ্যমে, হাসিনা ও তার কাফির-মুশরিক প্রভুরা আপনাদের মেধাবী ও বীর সেনাঅফিসারগণকে হত্যা করেছিল, কারণ এসব সেনাঅফিসারগণ ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের পথে প্রধান বাঁধা। আপনাদের মধ্যে অবশিষ্ট যারা মুশরিক সেনাবাহিনীর আধিপত্য মেনে নেবেন না, তাদেরকেও নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্ত চলছে। সুতরাং, আপনাদের জরুরী এবং আশু কর্তব্য হচ্ছে আপনাদের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতাকে প্রস্তুত করা এবং তা ব্যবহার করে আপনাদের নিরাপত্তা ও আপনাদের গর্বের উৎস এ প্রতিষ্ঠানের উপর আসন্ন হুমকি সহ ইসলামিক ভুখন্ড হিসেবে বাংলাদেশের নিরাপত্তার হুমকিকে মোকাবেলা করা। ***হিযবুত তাহ্‌রীর*** আপনাদের নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলো গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে:

**প্রথমত:** এই মূহুর্তে বর্তমান শাসনব্যবস্থা এবং হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করুন। আপনাদের হাতে এটাই এক এবং একমাত্র অবশিষ্ট উপায়। এ কাজে যতই আপনারা মন্থর হবেন কিংবা অন্যকোন উপায়ের আশ্রয় নেবেন, ততই শত্রুরা নতুন নতুন চক্রান্তের উপায় ও পন্থা উদ্ভাবন করে আপনাদের এবং এই উম্মাহ্‌'র ক্ষতিসাধনের সময় ও সুযোগ পাবে।

**দ্বিতীয়ত:** বর্তমান শাসনব্যবস্থা এবং হাসিনার অপসারণ শুধুমাত্র হাটু-কাপাঁনো প্রতিক্রিয়া হলে চলবে না। বরং তা হতে হবে ইসলামিক আদর্শের আদলে সত্যিকারের পরিবর্তন। মুসলিম হিসেবে, ইসলাম ছাড়া অন্যকোন আদর্শ আপনারা গ্রহণ করতে পারেন না। অন্যথায়, আপনাদের সকল চেষ্টাই হবে বৃথা। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

*"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্যকোন দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) গ্রহণ করবে, তার কাছ থেকে তা কখনওই গ্রহণ করা হবে না, এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের একজন।"* **[সূরা আলি ইমরান: ৮৫]**

ইসলামের আলোকে সত্যিকারের পরিবর্তন বলতে বুঝায় বর্তমান শাসনব্যবস্থার পুরোটাকে সমূলে উৎপাটন করা, শুধুমাত্র হাসিনার অপসারণ নয়। এই শাসনব্যবস্থায় এমন কোন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কিংবা দল নেই – হোক তারা

ডানপন্থী, বামপন্থী কিংবা মধ্যপন্থী – যারা মার্কিন কিংবা ভারতের দাসত্ব করে না। এই কুফর শাসনব্যবস্থা হচ্ছে, এমন একটি কারখানা, যা হাসিনার মতো শাসকদের জন্ম দেয়। এবং খালেদাও একই গোত্রের বাসিন্দা এবং সেও মার্কিন-ভারতের সেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। সুতরাং, আপনাদের পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিংবা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মতো নিষ্ফল সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের কোন সুযোগ দিবেন না। আপনাদেরকে সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্যের হাতিয়ার এ কুফর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে, যাতে আওয়ামী-বিএনপি এবং তাদের জোটসমূহের ক্ষমতার আসার সব পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়।

**তৃতীয়তঃ** ***হিযবুত তাহ্‌রীর***'কে নুসরাহ্ (সহায়তা) প্রদান করুন যাতে করে যেসব আন্তরিক ও সচেতন রাজনীতিবিদরা খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন তারাই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। ***হিযবুত তাহ্‌রীর*** হচ্ছে একটি নিষ্ঠাবান ও সচেতন রাজনৈতিক দল যা কুর'আন-সুন্নাহ্'র আলোকে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে। এটাই খিলাফত শাসনব্যবস্থা। ইসলামে গণতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক, সামরিক কিংবা অন্য যে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

*"যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারাই যালিম।"* **[সূরা আল-মা'য়িদাহ্ : ৪৫]**

সুতরাং, যখন আমরা আপনাদের হাসিনা সরকারকে অপসারণের আহ্বান করি, তার মানে এটা নয় যে, আমরা আপনাদের নিজেদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার কথা বলছি। কারণ, রাষ্ট্র পরিচালনা করা সেনাবাহিনীর কাজ নয়, সেনাবাহিনীর দায়িত্ব হচ্ছে যুদ্ধ করা এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্'কে রক্ষা করা। সুতরাং আপনাদের প্রতি আমাদের সব সময়ের আহ্বান হচ্ছে, যেসব আন্তরিক ও সচেতন রাজনীতিবিদরা খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন, কেবল তাদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করুন।

খিলাফত রাষ্ট্র আপনাদের ও মুসলিমদের নেতৃত্ব দেবে এবং মার্কিন-ভারত ও তাদের মিত্রদের বাংলাদেশ থেকে বিতারিত করবে। দেশের রাজনীতিতে কাফির-মুশরিক সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের প্রভাব বিস্তারের কোন রাস্তাই উন্মুক্ত রাখা হবে না। আমরা আপনাদের পরিষ্কার ভাষায় জানাতে চাই, ভারতকে বিতারিত করা এবং অন্যদিকে মার্কিনীদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখা, একটি ভয়ংকর নীতি। মুলতঃ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং অন্যান্য পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরাই হচ্ছে সমস্যার মূল কারণ; তাদের নীতির বাইরে থেকে ভারতের একার পক্ষে হাসিনার কাছ থেকে সুবিধা আদায় অসম্ভব। তাছাড়া, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেকোন আগ্রাসী কাফির রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব করতে মুসলিমদের নিষেধ করেছেন, হোক সেটা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ভারত কিংবা অন্যকোন দেশ। মোটকথা, সাম্রাজ্যবাদী এ সবগুলো রাষ্ট্রেরই রয়েছে এদেশের সেনাবাহিনী এবং জনগণের বিরুদ্ধে নীল নকশা। সুতরাং, মার্কিন এবং তার মিত্র ও শরীকদেরকে মোকাবেলা করতে প্রয়োজন একটি চিন্তাশীল নীতিমালা; যা ***হিযবুত তাহ্‌রীর*** ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে রেখেছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার লক্ষ্যে খিলাফত রাষ্ট্র এদেশকে প্রারম্ভিক ভূমি হিসেবে তৈরি করবে; জনগণের মৌলিক চাহিদাপূরণসহ দারিদ্রতা ও বেকারত্বের মতো দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করবে; শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলবে; একটি উন্নত ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে এবং মুসলিম উম্মাহ্'কে ঐক্যবদ্ধ করবে। ***হিযবুত তাহ্‌রীর*** এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলামের আলোকে প্রয়োজনীয় চিন্তা, সমাধান এবং নীতিমালা ইতিমধ্যে তৈরি করে রেখেছে।

আপনাদের কারও কারও মধ্যে হয়তো এ ধারণা বিদ্যমান আছে যে, একটি ক্ষুদ্র জাতি হিসেবে আমাদের এসব অর্জন করা অসম্ভব। উত্তরে আমরা আপনাদেরকে রাসূল (সাঃ) এর উদাহরণ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যিনি আমাদের চেয়েও দূর্বল পরিস্থিতিতে সেই সময়কার দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্যকে একইসাথে মোকাবেলা করেছিলেন। তদুপরী, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমারা গভীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং রাজনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত; সুতরাং, তাদের পক্ষে মুসলিম উম্মাহ্'র মতো বীর জিহাদী জাতি, যারা ইতিমধ্যে আরব বসন্তের মধ্য দিয়ে জাগরণের এক নতুন যুগের সূচনা করেছে তাদের মোকাবেলায় সম্পূর্ণ অক্ষম। অন্যদিকে আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদেরকে মোকাবেলা করার ব্যাপারে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, যদি আমরা আপনাদের কাছে নুসরাহ্ প্রদানের যে দাবি জানাচ্ছি, তাতে আপনারা সাড়া দেন যেমনিভাবে আনসাররা (রা.), রাসূল (সাঃ) যখন তাঁদের কাছে নুসরাহ্'র দাবি জানিয়েছিলেন তখন তাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন। সুতরাং, খুব বেশী দেরী হবার আগেই আমাদের আহ্বানে সাড়া দিন।

**হে নিষ্ঠাবান সেনা অফিসারগণ!**

আপনাদের সেনাঅফিসারদের হত্যা করার পরও, এই হাসিনা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আপনাদেরই শাসন করছে, তারপরও কিভাবে আপনারা অলস হয়ে বসে আছেন? আপনারা সাধারণ কোন সেনাবাহিনী নন। আপনারা হচ্ছেন মুসলিম উম্মাহ্'র সেনাবাহিনী। আপনাদের পূর্বপুরুষগণ দুনিয়ার বুকে ইসলামের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের পর দেশ জয় করেছিলেন। শত্রুরা তাদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো এবং আপামর জনগণ তাদের স্বাগত জানাতো। এই হচ্ছে আপনাদের গৌরবউজ্জ্বল ইতিহাস। তারপরও কেন আপনারা এই অত্যন্ত নিম্নমানের বিশ্বাসঘাতক দ্বারা অব্যাহত হত্যা, গুপ্ত অপহরণ, গ্রেফতার এবং বরখাস্তকে চুপচাপ সহ্য করছেন?

**হে সেনা অফিসারগণ!**

আপনাদের মর্যাদাকে উপলব্ধি করুন এবং আপনাদের ও দেশের মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী হাসিনাকে অপসারণ করুন। আমরা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনাদের মহান দুই ওয়াদার কথা। আল্লাহ্'র নিকট দেয়া আপনাদের প্রথম ওয়াদা হচ্ছে, মুসলিম হিসেবে একমাত্র আল্লাহ্'র ইবাদত করা এবং তাঁর মনোনীত জীবনব্যবস্থা, যা তিনি রাসূল (সাঃ) মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন, তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা। আর দ্বিতীয় ওয়াদা হচ্ছে, সৈনিক হিসেবে উম্মাহ্'কে রক্ষা করা। সুতরাং, আপনাদের ওয়াদা পূর্ণ করুন এবং ***হিযবুত তাহ্‌রীর***'কে নুসরাহ্ (সহায়তা) প্রদান করুন; যাতে আমরা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে পারি, যা আপনাদের ও জনগণের আত্মরক্ষার ঢাল হিসেবে কাজ করবে। মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন,

**"নিশ্চয়ই ইমাম (খলিফা) হচ্ছে ঢালস্বরূপ, যার পেছনে থেকে তোমরা যুদ্ধ করবে এবং নিজেদের রক্ষা করবে।" [সহীহ্ মুসলিম, হাদিস # ১৮৪১]**

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কুর'আনের এই বাণীই আপনাদের প্রতি আমাদের শেষ আহ্বান,

*"এবং তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও স্বীয় রবের নিকট থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও জমীন জুড়ে প্রশস্ত, প্রস্তুত করা হয়েছে শুধুমাত্র মুত্তাকিদের জন্য।"* **[সূরা আলি ইমরান : ১৩৩]**

*১৩ সফর, ১৪৩৩ হিজরী*
*০৭ জানুয়ারী, ২০১২ খ্রীষ্টাব্দ*